জায়নামাজ

জায়নামাজ

আহমাদ সাব্বির

নাশাত

জায়নামাজ
আহমাদ সাব্বির

প্রথমপ্রকাশ : মার্চ, ২০২০
প্রথমসংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০২২

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
গিয়াস গার্ডেন, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৮৪১৫৬৪৬৭১; ০১৭১২২৯৮৯৪১

বানানসংশোধন : নেসারুদ্দীন রুম্মান
প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ
স্বত্ব : সংরক্ষিত

বিনিময় : ১২৫ (একশ পঁচিশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

উৎসর্গ

মাওলানা ইবরাহীম খলিল
বন্ধুপ্রতীম শিক্ষক

আপনার বলা সেদিনকার কথাগুলো আমাকে দিয়ে
'জায়নামাজ' লিখিয়ে নিয়েছে। জায়নামাজ তাই
আপনার হাতেই অর্পণ করছি।

—সাব্বির

জানো, আমিও এক সময় ছোট ছিলাম। তোমাদের মতোই। আমারও অনেক বই ছিল। গল্পের বই। ছবিওয়ালা গল্পের বই। হাতি, ঘোড়া, ভল্লুক—কত্ত কী যে আঁকা থাকত সেসব বইয়ে! কিন্তু একটা কথা কী জানো! সুন্দর গল্প পেতাম না। কেবল কিছু ছবিতেই ভরা থাকত বইয়ের সমস্ত পাতা।

কিন্তু আমি যে গল্প পড়তে চাইতাম! যে গল্পগুলো হবে একদমই আমার আপন! দাদুর মুখে গল্প শোনার মতন। কাগুজে ছাপা গল্প। কিন্তু পড়তে গেলে মনে হবে গল্পের আসরে যেন নানু গল্প শোনাচ্ছেন!

কী! তোমাদেরও এমন ইচ্ছে হয়?

আমি জানি—তোমরাও এমনটা ভাবো। তোমরাও এমন সব গল্প শুনতে চাও। মজার মজার সব গল্প পড়তে চাও। তোমাদের জন্যই তবে এই বই—জায়নামাজ।

তোমরা বইটি পড়বে এবং বইটি যিনি লিখেছেন ও আরও যারা বইটি তোমাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য কষ্ট করেছেন সবার জন্য দোআ করবে। কেমন!

আজ তবে আসি। তোমরা দেরি করো না আর! শুরু করে দাও! তোমাদের জন্য রইলো অ-নে-ক ভালোবাসা।

— তোমাদের বন্ধু
আহমাদ সাব্বির
২০-১১-২০১৯

নেহালের ঘুড়ি - ০৯
ভাইয়া - ১৩
উড়োজাহাজ - ১৭
নতুন সাইকেল - ২২
নেহালের সমুদ্র দেখা - ২৭
তিন বন্ধুর ছবি আঁকা - ৩৫
মানচিত্র - ৪০
অসুখ - ৪৪
ইট কাঠের শহরে - ৪৮
চিড়িয়াখানা - ৫৩
একবার না পারিলে - ৫৮
জায়নামাজ - ৬৩

নেহালের ঘুড়ি

নেহালের স্কুল আজ ছুটি।

বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে বাড়ির কাজ করছে। আজকে পড়ায় একদম মন বসছে না তার। ছুটির দিনেও এত সময় লেখাপড়া করতে কার ভালো লাগে!

নেহালের আব্বু বাজার থেকে ফিরলেন। এসে দেখেন নেহাল এখনো পড়ছে। পেছন থেকে তিনি নেহালকে সালাম দিলেন—"আসসালামু আলাইকুম। আমাদের নেহাল তো ভারী লক্ষ্মী ছেলে! এখনো সে পড়ছে!"

নেহালের মন ভালো নেই। অভিমান এসে জড়ো হয়েছে নেহালের বুকে। আব্বুর সালামের উত্তর দিতেও ভুলে গেল। গাল ফুলিয়ে বলল—"তোমার সাথে কথা নেই। তোমার সাথে না বাজারে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে!"

আব্বু দেখেন নেহালের বেজায় মন খারাপ। ছেলের অভিমান ভাঙাতে হবে।

আমি তো বাবা, মাছ-বাজারে গিয়েছিলাম। সেটা অনেক নোংরা জায়গা। তোমাকে নিয়ে গেলে পচা-কাদা লেগে তোমার সুন্দর জামা নষ্ট হয়ে যেতো। তোমাকে তখন খুব পচা দেখাতো। তার চেয়ে চলো আমরা মাঠে যাই। আজকে আমরা ঘুড়ি ওড়াব!

নেহালের চোখ খুশিতে হেসে ওঠে। সে সাথে সাথে ঘর থেকে নাটাই আর ঘুড়ি নিয়ে আব্বুর সাথে বেরিয়ে পড়ে।

নেহালরা বাসা থেকে বের হতেই শাহেদ চাচার সাথে দেখা। শাহেদ চাচা নেহালদের পাশের বাসাতেই থাকেন। নেহালের আব্বুর সাথে একই অফিসে চাকরি করেন। আব্বু মুখে হাসি এনে তার সাথে কথা বললেন।

"আসসালামু আলাইকুম! শাহেদ ভাই কেমন আছেন?"

শাহেদ চাচা—"ওয়ালাইকুম আসসালাম। আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আল্লাহ ভালো রেখেছেন।"

নেহালের আব্বু—"বাজারে যাচ্ছেন বুঝি!"

শাহেদ চাচা—"হুম। যাই একটু ঘুরে আসি। তা আপনি কোথায় চললেন?"

নেহালের আব্বু—"এই তো নেহালকে নিয়ে একটু বেরিয়েছি। নেহাল আজ ঘুড়ি ওড়াবে।"

শাহেদ চাচার এতক্ষণে চোখ পড়লো নেহালের উপর। তিনি নেহালের চুলে আলতো করে হাত বুলিয়ে বলেন—"আসসালামু আলাইকুম চাচ্চু! কেমন আছো?"

নেহালের সমস্ত মনোযোগ এখন ঘুড়ির দিকে। শাহেদ চাচার কথা সে শুনতেই পায় না! নেহাল আব্বুর হাত ধরে টানতে থাকে।

"আব্বু! চল-না! তাড়াতাড়ি! বাতাস থেমে যাবে তো!"

নেহালের এমন আচরণে শাহেদ চাচা একটু কষ্ট পান। আবার নিজেকে এই বলে বোঝান—ছোট মানুষ! এত কিছু বোঝে নাকি!

শাহেদ চাচাকে বিদায় দিয়ে নেহাল ও নেহালের আব্বু মাঠের দিকে হাঁটতে থাকেন। নেহালের আব্বু নেহালকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। তিনি নেহালকে বলেন—"তুমি কিন্তু তোমার শাহেদ চাচ্চুর সাথে খুব মন্দ আচরণ করেছো।

তোমার উচিত ছিল তাকে প্রথমে সালাম দেওয়া। বড়দের সাথে দেখা হলে তাদেরকে আগে সালাম দিতে হয়। হাসিমুখে তাদের সাথে কথা বলতে হয়। কিন্তু তুমি তো তাকে সালাম দিলেই না; উলটো তিনি যখন তোমাকে সালাম দিলেন, তুমি তার সালামের উত্তর দিলে না! তোমার এমন আচরণে আমি খুব দুঃখ পেয়েছি। তোমার শাহেদ চাচ্চুও হয়তো কষ্ট পেয়েছেন। আর কখনও এমন করবে না। মনে থাকবে! কী নেহাল, কথা বলো!"

"জি, থাকবে।"

খুব ছোট্ট করে নেহাল বললো। আসলে নেহাল খুব লজ্জা পেয়েছে। ও সব সময় বড়দের সালাম দেয়। আজ যে কী হয়েছিল!

"আচ্ছা মন খারাপ করে ফেলো না আবার! চলো আমরা ঘুড়ি ওড়াই। আজকের আবহাওয়া খুব চমৎকার!"

নেহালের আব্বু তাকে সান্ত্বনা দেন। নেহালের মনটা আবার খুশিতে ভরে ওঠে। এ জন্য আব্বুকে ওর এতো ভালো লাগে! বকা দিলেও সাথে সাথে আবার মন ভালো করে দেন।

নেহালরা আজ অনেকক্ষণ ঘুড়ি ওড়ায়। এক সময় আব্বু দেখেন নেহাল ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আব্বু বলেন—"চলো! আজ আর না।"

নেহাল আজ কোনো আপত্তি করে না। নাটাইয়ে সুতা গুছিয়ে নিয়ে আব্বুর সাথে বাড়ির দিকে রওনা হয়।

ফেরার পথে শাহেদ চাচার সাথে তাদের আবার দেখা হয়ে যায়। শাহেদ চাচা দুই হাতে ব্যাগ-ভর্তি সদাই নিয়ে বাজার থেকে ফিরছেন। নেহাল সুযোগ হাতছাড়া করে না। আগের ভুল এবার শুধরে নেয়। ঠোঁটে মিষ্টি একটা হাসি এঁকে সালাম

দেয় শাহেদ চাচাকে। শাহেদ চাচা সালামের জবাব দেন। নেহাল বলে—"চাচা, আপনার কোনো সাহায্য করতে পারি!"

শাহেদ চাচা অনেক খুশি হয়ে যান। তিনি প্রাণভরে দোয়া দিতে থাকেন নেহালকে। বলেন—"না চাচ্চু, ব্যাগ তো অনেক ভারী! তুমি পারবে না। দোয়া করি, আল্লাহ তোমাকে অনেক বড় বানিয়ে দিক। তখন তোমার অনেক সহযোগিতা নেবো।"

নেহাল শাহেদ চাচাকে আবার সালাম দিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নেয়। শক্ত করে নেহাল আব্বুর হাত চেপে ধরে। নেহালের আজ এত্ত খুশি লাগছে! যেন সে পায়ে হেঁটে নয়, বাতাসে ভেসে ভেসে বাড়ির পথে ফিরছে।

ভাইয়া

আসরের নামাজ পড়া হয়ে গেলে নেহাল আর খালিদের একদমই ঘরে মন বসে না। ব্যাট-বল নিয়ে মাঠে বেরিয়ে পড়ে। মাঠ বলতে বাড়ির সামনের ছোট্ট চত্বরটুকু। তবু তো একটা জায়গা আছে, যেখানে বল হাতে খানিকটা ছুটোছুটি করা যায়। ওরা শুনেছে ঢাকা শহরে নাকি খেলার কোনো মাঠই নেই। এই তো ক'দিন আগে তাদের ছোট চাচ্চুরা বেড়াতে এসেছিলেন। যাবার সময় ছোট চাচ্চুর ছেলে রাতুলের সে কি কান্না! এই খেলার মাঠ ব্যাট-বল ফেলে সে কিছুতেই যাবে না। খুব মায়া লেগেছিল নেহালের। বলেও ছিল একবার—'থাক-না রাতুল আমাদের সাথে!' কিন্তু অতটুকুন ছেলেকে রেখে মা-বাবা কি অত দূরের শহরে থাকতে পারেন!

সেদিনই নেহাল আব্বুকে বলে দিয়েছে। কোনো দিন সে ঢাকা শহরে যাবে না। যে শহরে খেলার মাঠ নেই, সেটা তো পচা শহর। নেহাল যাবে কেন ওই পচা শহরে!

নেহালের এসব ভাবনার মধ্যে খালিদ মাঠের একপাশে স্ট্যাম্প পুঁতে ফেলেছে।

স্ট্যাম্প পোঁতা হয়ে গেলে খালিদ তার ছোটভাই নেহালকে ডাকে। বলে—"গতকাল তুমি আগে ব্যাট করেছো। আজ আমি আগে ব্যাট করব, তারপর তুমি।"

নেহাল উপরে নিচে একবার মাথা দোলায়। বল হাতে নিয়ে ছুড়ে মারার জন্য তৈরি হয়। নেহাল অনেক দূর থেকে দৌড়ে

এসে বল ছুড়ে মারে। কীভাবে যেন নেহাল জেনেছে, বল ছুড়ে মারার আগে এভাবে দৌড়াতে হয়। নেহালের ছুড়ে দেওয়া বল পিচের মধ্যিখানে পড়ে গড়াতে গড়াতে খালিদের সামনে গিয়ে থেমে যায়। খালিদ খেলতে পারে না। সে নেহালকে কাছে ডাকে। বলে—"এভাবে নয় নেহাল! তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে আমার ব্যাটের সামনে বল দাও।"

নেহাল ভাইয়ার কথা শোনে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বল ছুড়ে দেয়। এবার আর দূর থেকে দৌড়ে আসে না। বল খালিদের ব্যাটের সামনে গিয়ে পড়তেই খালিদ জোরে ব্যাট চালিয়ে দেয়। খালিদ আর নেহাল দেখে তাদের বল উড়ে গিয়ে সিদ্দিক চাচার সবজিখেতে পড়লো। নেহাল রাগ দেখিয়ে খালিদকে বলে—"তুমি সব সময় এমন জোরে জোরে বল মারো! এবারই শেষ। আরেকবার এভাবে মারলে আমি বল আনতে যাব না!"

খালিদ কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নেহালের সামনে। নেহাল ভাইয়াকে এভাবে রেখে সিদ্দিক চাচার খেতের দিকে পা বাড়ায়।

কিছু সময় পর। খালিদ দেখে তার ছোট ভাই মাথা নিচু করে হেঁটে আসছে। কেমন মনমরা মনমরা চেহারা। খালিদ এগিয়ে যায়। নেহালের কাছে জানতে চায়—"কী হয়েছে! তাকে এমন দেখাচ্ছে কেন!"

নেহাল কাঁদো কাঁদো সুরে বলে—"সিদ্দিক চাচা বলটা দিলেন না।"

নেহালের কথায় খালিদ খুব অবাক হয়। ভাবে—সিদ্দিক চাচা তো এমন মানুষ নয়! খালিদ নেহালকে বলে—"তুমি মনে হয় ভালোভাবে বলটি চাওনি! কী বলেছো তাকে?"

"না, আমি কিছুই বলিনি। আমি গিয়ে দেখি চাচা বাগানে কাজ করছেন। তাকে ডেকে শুধু বলেছি, চাচা, আমাদের বলটা দিন!"

খালিদ এবার বুঝতে পারে সমস্যা কোথায় হয়েছে। নেহালের এভাবে বল চাওয়ার কারণে চাচা রাগ করেছেন হয়তো।

খালিদ নেহালকে বলে—"এভাবে চাওয়া তোমার উচিত হয়নি। কারও কাছে কিছু চাইতে হলে বিনয়ের সাথে চাইতে হয়।"

"বিনয় কী, ভাইয়া?" নেহাল জানতে চায়।

খালিদ বলে—"মনে করো, তোমার একটি জিনিসের প্রয়োজন হয়েছে আমার। তখন আমি খুব নরমভাবে তোমার কাছে যদি জিনিসটি চাই, তুমি আমাকে দেবে না? দেবে। কিন্তু যদি ধমক দিয়ে অথবা জোর করে জিনিসটি নিতে চাই, তখন তুমি কী করবে! নিশ্চয় জিনিসটা আমাকে দিতে চাইবে না!"

নেহাল অবাক হয়ে জানতে চায়—"কিন্তু ভাইয়া, বলটি তো আমাদেরই।"

খালিদ বলে—"হুম। আমাদেরই। কিন্তু নেহাল, আমাদের বলটি যে সিদ্দিক চাচার বাগানে গিয়ে পড়লো, হতে পারে-না তার কিছু সবজিগাছ এ কারণে নষ্ট হয়ে গেছে! চারা গাছের ডাল ভেঙে গেছে! অথবা মনে করো বলটা গিয়ে সিদ্দিক চাচার মাথায় পড়েছে!"

নেহাল খুব মন দিয়ে ভাইয়ার কথা শুনছে। একবার ভাবে ভাইয়া আমার মাত্র দুই বছরের বড়। কিন্তু কত সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলে! একদম বড় মানুষদের মতো! ভাইয়া কি বড় মানুষ হয়ে যাচ্ছে! তা হলে তো আর আমার সাথে খেলবে না!

বড়রা কি ছোটদের সাথে খেলে! নেহালের মন কেমন বিষণ্ন হয়ে যায়। নেহাল দেখে তার ভাইয়া এখনো বলে যাচ্ছে—"আমরা ভুল করে ফেলেছি। আমাদের উচিত ছিল প্রথমে গিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া। তারপর নরমভাবে বলটি চাওয়া।"

নেহাল মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দেয় যে, সে ভাইয়ার কথা বুঝছে।

খালিদ এবার নেহালের হাত ধরে বসে। বলে—"চলো বলটি নিয়ে আসি।"

উড়োজাহাজ

নেহাল খুব কষ্ট পেয়েছে আজ।

খুব খারাপ ব্যবহার করেছে জিয়াদ ওর সাথে। স্কুল থেকে ফেরার পরও নেহালের মন খারাপ হয়ে আছে।

টিফিনের সময় জিয়াদ নেহালকে ডাকে। বলে—"নেহাল, একটা মজার জিনিস দেখবি?"

নেহাল বলবে নাকি, না, দেখবো না। সে হাসি হাসি মুখ করে বলে—"হুম। দেখব। দেখা, কী মজার জিনিস!"

জিয়াদ ওর ব্যাগের ভেতর থেকে লাল রঙের কী যেন একটা বের করে আনে। নেহাল খুব অবাক হয়। এর আগে কখনো এমন জিনিস দেখেনি নেহাল। অবাক হয়ে জানতে চায়—"কীরে এটা?"

জিয়াদ উত্তর করে না। উলটো বলে—"কী, সুন্দর না!"

নেহাল বলে—"হুম, খুব সুন্দর!"

জিয়াদ এবার নেহালকে বলে—"এটা উড়তে পারে, জানিস!"

নেহাল চোখ বড় বড় করে ফেলে। বলে—"তাই!"

জিয়াদ শুধু 'হুম' বলে।

নেহালের বিরক্ত লাগে। এটা কী জিনিস তা জিয়াদ ওকে বলছে না কেন! নেহাল আবার জানতে চায়—"এটা কি কোনো পাখি, জিয়াদ?"

জিয়াদ এবার নেহালের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে ফেলে। হাসি থামিয়ে বলে—"ধুর বোকা! এটা পাখি হবে কেন! এটা একটা উড়োজাহাজ।"

"উড়োজাহাজ মানে? এরোপ্লেন?"

"হুম। জানিস, এটা আমি নিজে বানিয়েছি।" খুব গর্ব করে বলে জিয়াদ।

এবার আর নেহালের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। সে অন্য চোখে জিয়াদকে দেখতে থাকে। ভাবে—জিয়াদের কত বুদ্ধি!

ছুটির পর জিয়াদ আর নেহাল একসাথে বাড়ি ফেরে। ফেরার পথে নেহাল জিয়াদকে ধরে বসে। বলে—"জিয়াদ, উড়োজাহাজটা আমাকে দিবি? তুই আরেকটা বানিয়ে নিস!"

জিয়াদ রাজি হয় না। নেহালের মুখের উপর বলে দেয়—"উঁহু। হবে না। কত কষ্ট করে বানিয়েছি, জানিস! কাঁচি দিয়ে রঙিন কাগজ কাটতে হয়েছে। তারপর অনেক সময় নিয়ে বানাতে হয়েছে। এই দেখ, কাঁচিতে লেগে আমার আঙুল কেমন কেটে গেছে!"

জিয়াদ আঙুল উলটে নেহালকে দেখায়। কিন্তু কোনো কাটা দাগ নেহালের চোখে পড়ে না। নেহাল হাল ছাড়ে না। ব্যাগ থেকে নতুন একটা পেন্সিল বের করে জিয়াদকে দেখায়। বলে—"উড়োজাহাজটা দিলে এটা দিয়ে দেবো তোকে। নতুন!"

জিয়াদ মাথা নাড়ে। বলে—"অমন পেন্সিল আমার অনেক আছে।"

নেহাল হতাশ হয়ে পড়ে। কোনোভাবে জিয়াদকে রাজি করাতে পারছে না। খুব ভাব ধরেছে আজ!

নেহাল আর জিয়াদ হাঁটতে হাঁটতে নেহালদের বাড়ির গেট পর্যন্ত চলে আসে। বাড়িতে ঢোকার আগে নেহাল জিয়াদকে

ডাকো। ডেকে বলে—"আমরা দুজন না বন্ধু! বন্ধু কিছু চাইলে দিতে হয়। তুই আমাকে উড়োজাহাজটা দিলি না!"

নেহাল আর কথা বলতে পারে না। চোখ মুছতে মুছতে বাড়ির ভেতর চলে যায়।

খালিদ নেহালের রুমে ঢুকে তো অবাক! ছোট ছোট কাগজের টুকরোতে ঘরের মেঝে ঢেকে গেছে। নেহাল চেহারা মনমরা করে বসে আছে টেবিলের সামনে। খালিদ নেহালের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। আলতো করে হাত রাখে নেহালের কাঁধে। জানতে চায় কী হয়েছে ওর! আর এত কাগজের টুকরোই-বা কেন!

নেহাল ফুঁপিয়ে ওঠে।

স্কুলে আজ যা হয়েছে ভাইয়ার কাছে সব বলে। নেহাল আরো বলে—"আমি অনেকক্ষণ ধরে একটা উড়োজাহাজ বানাতে চেষ্টা করছি। হচ্ছেই না।"

"হা হা হা।" খালিদ শব্দ করে হেসে ফেলে।

নেহাল গাল ফুলিয়ে বলে—"ভাইয়া, তুমি হাসছো!"

খালিদ হাসি থামিয়ে বলে—"ধুর বোকা! তুমি উড়োজাহাজ বানাবে আমাকে বললেই তো পারতে! এর জন্য আবার মন খারাপ করতে হয় নাকি!"

নেহাল মনে মনে ভাবে—সত্যিই আমি কী বোকা! ভাইয়ার কথা একবারও মনে এলো না!

খালিদ একটা চারকোনা কাগজ হাতে নেয়। নেহালকে দেখিয়ে দেয় কীভাবে উড়োজাহাজ বানাতে হয়। নেহাল ভীষণ অবাক হয়। উড়োজাহাজ বানানো এত সোজা! নেহাল কাগজ নিয়ে বানাতে যায়। প্রথম দুবার হয় না। গুলিয়ে ফেলে।

তৃতীয়বার সে ঠিকই একটি কাগজের উড়োজাহাজ বানিয়ে ফেলে।

খুশিতে নেহালের মন ভরে যায়। সে দৌড়ে পাশের রুমে আম্মুর কাছে চলে যায়। আম্মুকে বলে—"দেখো আম্মু, কত সুন্দর উড়োজাহাজ বানিয়েছি!"

আম্মু চোখ বড় বড় করে উড়োজাহাজের দিকে তাকান। নেহালকে কোলে টেনে নিয়ে বলেন—"আমার নেহালের কত বুদ্ধি! কী সুন্দর উড়োজাহাজ বানিয়েছে! কে শিখিয়েছে তোমাকে, বাবা?" আম্মু জানতে চান।

নেহাল বলে—"ভাইয়া একটু আগে শিখিয়ে দিলো।"

আম্মু জিজ্ঞেস করেন—"ভাইয়াকে ধন্যবাদ বলেছো?"

নেহাল পিটপিট করে আম্মুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

আম্মু বলেন—"নিশ্চয় বলতে ভুলে গেছো! কেউ যখন আমাদের কিছু দেয় অথবা কোনো কিছু শেখায় তখন কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাকে ধন্যবাদ বলতে হয়। তবে আরও ভালো হয় যদি জাযাকাল্লাহ বলো। জাযাকাল্লাহর অর্থ হলো, আপনি আমার যে উপরকার করলেন, তার উত্তম প্রতিদান আল্লাহ আপনাকে দেবেন। এতে উপকারকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। আল্লাহও আমাদের বলেছেন উপকারকারীকে কৃতজ্ঞতা জানাতে। কারণ, যখন তুমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে, তাকে ধন্যবাদ জানাবে, তিনি তোমার উপর খুশি হবেন। আবারও তিনি তোমার প্রয়োজনের সময় এগিয়ে আসবেন। মনে থাকবে!"

নেহাল মাথা নাড়ে।

আম্মু বলেন—"মাথা নাড়ে না, বাবা! বলতে হয়, 'জি, মনে থাকবে।"